দেশে একদিনে আরও ৩৪ কোভিড রোগীর মৃত্যু

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৩৯৯ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৪৮৭ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৫৭ হাজার ৬০০ জন।

রোববার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ। সূত্র-যুগান্তর

রক্তের ‘এ’ গ্রুপে করোনা বেশি ভয়াবহ, ‘ও’ গ্রুপে কম!

প্রতিদিনই করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। তবে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস রক্তের ‘এ’ গ্রুপে বেশি ভয়াবহ, আর ‘ও’ গ্রুপে কম আকার ধারণ করে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় এমন তথ্যই জানানো হয়েছে। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক চিকিৎসা-জার্নাল ‘নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন’-এ। খবর আনন্দবাজারের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গবেষণা চালানো হয়েছে ইউরোপের দুটি দেশ স্পেন ও ইতালিতে। করোনা সংক্রমণের হার ও মৃতের সংখ্যায় যে দুটি দেশই রয়েছে সামনের সারিতে। গবেষণাটি নির্দিষ্ট জিন ও ক্রোমোজোমের সঙ্গে রোগীদের দেহে করোনা সংক্রমণ ভয়াবহ হয়ে ওঠার একটি সম্পর্ক (কোরিলেশনস বা অ্যাসোসিয়েশন) খুঁজে পেয়েছে।

গবেষকরা দাবি করছেন, ‘এ’ গ্রুপের (পজিটিভ ও নেগেটিভ) রক্তবাহকদের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠছে। অন্যান্য গ্রুপের রক্তবাহকদের থেকে অন্তত ৪৫ শতাংশ বেশি। কিন্তু ‘ও’ গ্রুপের (পজিটিভ ও নেগেটিভ) রক্তবাহকদের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস ততটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারছে না। অন্যান্য গ্রুপের মতোই ‘ও’ গ্রুপের অন্তত ৬৫ শতাংশ রক্তবাহকের দেহে করোনা সংক্রমণ ঘটছে।

তাদের দাবি, ‘এবি’ এবং ‘বি’ গ্রুপের (পজিটিভ ও নেগেটিভ) রক্তবাহকদের শরীরেও কোভিড-১৯ ভাইরাস ‘এ’ গ্রুপের রক্তবাহক রোগীদের মতো ততটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারছে না। তবে আমাদের শরীরে কোভিডের দ্রুত ভয়াবহ ওঠা ঠেকাতে ‘ও’ গ্রুপের মতো ততটা কার্যকরী নয় ‘এবি’ এবং ‘বি’ গ্রুপের রক্ত। ‘এবি’ গ্রুপের ক্ষমতা ‘ও’ গ্রুপের চেয়ে কম। ‘বি’ গ্রুপের ক্ষমতা ‘এবি’ গ্রুপের চেয়েও কম।

স্পেন ও ইতালির করোনায় চরম সঙ্কটাপন্ন ৮ লাখেরও বেশি মানুষের জিনোম পরীক্ষা করেছেন বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। তাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন আরও বহু মানুষকে, যারা করোনায় আক্রান্ত হননি।

ম্যাসাচুসেট্স জেনারেল হাসপাতালেল অধ্যাপক চিকিৎসক অনহিতা দুয়া বলেছেন, ‘এটা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না, করোনা সংক্রমণ আমাদের দেহে ভয়াবহ হয়ে ওঠার ক্ষ◌েত্রে শুধু রক্তের নির্দিষ্ট কোনও গ্রুপেরই ভূমিকা রয়েছে। একটা ‘কোরিলেশন’ বা ‘অ্যাসোসিয়েশন’ (পারস্পরিক সম্পর্ক) খুঁজে পাওয়া গেছে মাত্র।

শুধুমাত্র জিন-স্তরে। আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে এটাও অন্যতম কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাই বলব, ‘এ’ গ্রুপের রক্তবাহকদের অযথা আতঙ্কিত হয়ে ওঠার কারণ নেই। আবার এটাও বলব না, ‘ও’ গ্রুপের রক্তবাহকরা খুব স্বস্তিতে থাকতে পারেন। এটা একটা হাইপোথিসিস। কোনও থিয়োরি নয়। কোনও মডেলও নয়।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেজর সিনহার মৃত্যু নিশ্চিত করতে গুলি করেন ওসি প্রদীপও!

পুলিশের গুলিতে নিহত মেজর (অব.) সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খানের মরদেহের ময়নাতদন্তেও চারটির বেশি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে। এর আগে সুরতহাল প্রতিবেদনে মরদেহে ছয়টি গুলির চিহ্ন পায় পুলিশ। মেজর সিনহার মৃত্যু নিশ্চিত করতে পর পর দুটি গুলি করেছেন টেকনাফ থানার সাবেক ওসি প্রদীপ কুমার দাশ।

এর আগে মেজর সিনহা মো. রাশেদকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ৪ রাউন্ড গুলি করে টেকনাফের বাহারছড়া ফাঁড়ির ইনচার্জ লিয়াকত। আহত অবস্থায় সিনহা মাটিতে পড়ে থাকলে খবর পেয়ে ওসি প্রদীপ টেকনাফ থেকে এসে তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে আরও ২ রাউন্ড গুলি করেন।

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কে গত ৩১ জুলাই রাত সাড়ে ৯টার দিকে পুলিশের গুলিতে সিনহা রাশেদ নিহত হওয়ার পর বাহারছড়া তদন্তকেন্দ্রের উপপরিদর্শক নন্দ দুলাল রক্ষিত যে মামলা করেন তাতে বলা হয়েছে, সেই রাতে পরিদর্শক লিয়াকত চারটি গুলি করেন। পরদিন নিহত সিনহার লাশের সুরতহাল তৈরি করেন কক্সবাজার সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক সাইফুল ইসলাম।

তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, মেজর সিনহার মরদেহে ছয়টি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে পরিদর্শক সাইফুল গতকাল শনিবার (৮ আগস্ট) জানান, ‘আমি মেজর সিনহার মরদেহ তন্ন তন্ন করে দেখেছি। মরদেহে আমি মোট ছয়টি ফুটো দেখতে পেয়েছি, যা সুরতহাল রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।’

টেকনাফ থানায় পুলিশের দায়ের করা মামলা এবং সুরতহাল রিপোর্টে বর্ষিত গুলি ও মরদেহে গুলির চিহ্ন নিয়ে ভিন্ন তথ্যের পর ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের অপেক্ষায় ছিলেন তদন্তকারীরা। গতকাল শনিবার কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল থেকে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন তদন্তকারী সংস্থা র্যাবের হাতে পৌঁছেছে। ময়নাতদন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও র্যাবের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে। তবে এই তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে যে সিনহার মরদেহে চারটির

অধিক গুলির চিহ্ন মিলেছে।

অন্যদিকে প্রত্যক্ষদর্শী ইজি বাইক (টমটম) চালক সরওয়ার কামাল গতকাল বিকেলে জানান, পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত গুলি করার পর মোবাইলে বলেন, ‘স্যার তিনটি দিয়েছি।’ টমটমচালক আরও জানান, এর কিছুক্ষণ পর টেকনাফ থানার তৎকালীন ওসি প্রদীপ এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়া মেজর সিনহার বুক-পিঠে লাথি মেরে কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দিয়ে আরো দুটি গুলি করেন।

টেকনাফের বাহারছড়ার শামলাপুর নয়াপাড়ার বাসিন্দা সরওয়ার কামাল মোবাইল ফোনে জানান, তিনি গত ৩১ জুলাই সন্ধ্যার পর শামলাপুর লামার বাজারে গিয়ে পরদিন ঈদুল আজহা উপলক্ষে একটি পাঞ্জাবি কেনেন। এরপর মেরিন ড্রাইভে ঘটনাস্থলের পাশে ব্রিজে বসে সিগারেট টানছিলেন। এমন সময় তিনি দেখেন পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত ও তদন্ত কেন্দ্রের ক্যাশিয়ার (কনস্টেবল) মামুন কক্সবাজারমুখী একটি কার থামান।

কার থেকে এ সময় এক ব্যক্তি নামতেই পরিদর্শক লিয়াকত পর পর তিনটি গুলি করেন। এরপর ওই ব্যক্তির অন্য সঙ্গী নামতেই তাঁর পা লক্ষ্য করে একটি গুলি করেন। তবে সেই গুলি তাঁর পায়ে লেগেছে কি না তিনি জানেন না। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে ওসি প্রদীপ এসে মেজর সিনহার শরীরে দুই রাউন্ড গুলি করেন।

তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ঘটনাস্থলে চারটি গুলির হিসাবই মামলার মাধ্যমে দিয়েছেন ওসি প্রদীপ। ফলে তিনিসহ আর কেউ বেশি গুলি করে থাকলে সেটিও এখন বড় অপরাধ হয়ে যাবে। কারণ সরকারি প্রতিটি গুলিরই হিসাব দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে- তাহলে বেশি গুলি কোথা থেকে এলো? সেই গুলি কি অবৈধ ছিল?

সূত্র: কালের কণ্ঠ।

গাংনীতে করোনা আক্রান্ত ভ্যান চালকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গজারিয়া গ্রামের ভ্যান চালক করোনা আক্রান্ত সাদেক আলী (৫৬) মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি কোভিড ১৯ পজেটিভ অবস্থায় নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

আজ রোববার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে তার মৃত্যু হয়। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের দাফনের নিয়ম মেনে তার দাফন সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় করোনা ভাইরাস আক্রান্তে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো আট।

জানা গেছে, দুই সপ্তাহ আগে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সনাক্ত হন সাদেক আলী। সর্দি জ্বরসহ শারীরিক অন্যান্য অসুবিধার কারণে তিনি নমুনা দিয়েছিলেন। নিজ বাড়িতে রুম আইসোলেশন এ চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম শাহিন শাহনেওয়াজ বলেন, সরকারি সিদ্ধান্তে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নির্দেশনা অনুযায়ী তার দাফন সম্পন্ন করা হবে।

এপর্যন্ত মেহেরপুরে করোনা পজেটিভ মৃত্যের সংখ্যা ৮ জন।

আলমডাঙ্গায় ২ মাদক সেবীর কারাদন্ড

আলমডাঙ্গায় দুই মাদকসেবীকে ৫ দিন করে জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত। মাদক সেবনের অপরাধে ওই আদেশ দেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

জানা গেছে, দুর্লভপুর ক্যাম্পের আইসি এসআই নাইম শনিবার দুপুরের মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে গোপিবল্লবপুর গ্রামের মৃত মোকাম মন্ডলের ছেলে আসমান ও কামালপুর গ্রামের মৃত নিজাম উদ্দিনের ছেলে রনিকে আটক করে থানা হেফাজতে নেন।

ওই দুজনকে মাদক সেবনের অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লিটন আলী ৫ দিনের কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেন।

গোকুলখালী পুলিশ ক্যাম্প স্থায়ীকরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা গোকুলখালী বাজারে পুলিশ ক্যাম্প স্থায়ীকরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে গোকুলখালী বাজারে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গোকুলখালী বাজার কমিটির সভাপতি হাজী শরিফুল ইসলাম টোকন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিৎলা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম বিপ্লব।

বিশেষ অতিথি ছিলেন চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহ আব্দুল বাতেন, গোকুলখালি পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ বিকাশ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন গোকুলখালি বাজার কমিটির সদস্যরা ও বাজারের সকল ব্যবসায়ী।

বাজার কমিটির সভাপতি হাজী শরিফুল ইসলাম বলেন, গোকুলখালি বাজারে যে ক্যাম্প রয়েছে, এটা ১৯৯২ সালে স্থাপন করা হয়। যার কারণে আমাদের ইউনিয়নের সকল জনগণ নিরাপদে রয়েছে। চুরি-ডাকাতি খুনখারাপি এগুলো নেই বললেই চলে।

এই গোকুলখালি বাজারে স্কুল, কলেজ, ব্যাংক, ইউনিয়ন পরিষদ,পানের হাট,গরু হাট আরও সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলা নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য পুলিশ ক্যাম্পের বিকল্প কিছু নেই। তাই পুলিশ ক্যাম্প এখান থেকে তুলে নিয়ে অন্য কোনো জায়গায় স্থাপন না

করে এটা এলাকাবাসী ও সাধারণ জনগণের প্রাণের দাবি।

ভারতের সাথে রক্তের সম্পর্ক, চিনের সাথে অর্থনৈতিক

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ভারতের সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক এবং চিনের সাথে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক। সম্প্রতি চিন আমাদের দেশের প্রায় ৮ হাজারেরও বেশি পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। এটা আমাদের জন্য বড় পাওয়া। এনিয়ে ভারতের সাথে আমাদের সাথে সম্পর্কের কোন প্রভাব পড়বে না।

শনিবার সকালে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ শেষে তিনি সাংবাদিকদেও প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, প্রতিবেশি দেশ ভারতের সাথে আমাদের নাড়ির সম্পর্ক। স্বাধিনতা যুদ্ধে ভারতের সহযোগীতা রক্তের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। আগামী বচছর আমরা ৫০ বছর পুর্তি উৎসব করবো। আমাদের বিজয়, ভারতের বিজয়। আমাদের উন্নয়ন, ভারতের উন্নয়ন।

ভারতের সাথেও যেমন আমাদের বানিজ্যিক সম্পর্ক আছে তেমনি চিনের সাথেও আছে। ইতিমধ্যে চিন আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে চিন ভারত উত্তেজনায় বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্কে কোন প্রভাব পড়বে না। আমরা সবাই মিলে যৌথভাবে কাজ করবো।

বঙ্গবন্ধুর বাকি খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর খুনিরা যারা এখনো দেশের বাইরে পলাতক আছেন তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে এই মুজিববর্ষেই বিচার করা হবে ইনশাল্লাহ। এজন্য আমরা জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

যেহেতু এটা অন্য দেশের উপরও নির্ভর করে তাই একটু বিলম্ব হচ্ছে। আমাদের যা যা করার আমরা সব গুলো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়াও আমরা সব প্রবাসী বাঙালীদের কাছে অনুরোধ আপনারা যে যেখানে

আছেন সেখানে যদি বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরা লুকিয়ে থাকে তবে আমাদের তথ্য দিন। আমরা দেশে এনে বিচারের ব্যবস্থা করবো।

মেহেরপুরে স্থলবন্দর স্থাপনের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আপনারা এটা নিয়ে আবেদন করেন, ভয়েস রেইস করেন। তাহলে এ বিষয়ে আলোচনা করে দেখা যাবে।

এর আগে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন স্বস্ত্রীক মুজিবনগর পৌছালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমান গনি ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এসময় উস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন,

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভাট্টাচার্য, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু, মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম।

পরে তিনি মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি মেহেরপুর ত্যাগ করেন।

মেহেরপুরে আ.লীগ নেতা বাবুসহ নতুন করে ১৩ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে আওয়ামীলীগ নেতাসহ নতুন করে ১৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।
ভিন্নসূত্রে পাওয়া আক্রান্তদের পরিচয় হলো- গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম বাবু (৪২), গাংনী র্যাব ক্যাম্পের পাশে রেখা রানী বিশ্বাস (৫৮), অর্ঘ্য (১৪), অর্পণ (১৮), গাংনী হাসপাতাল পাড়ার সাহারা খাতুন (৩৮), পশ্চিম

মালসাদহ গ্রামের শাহিনা খাতুন (৪২), আযান পুকুর পাড়ার ফারুক (৩৮), কেশবনগরের আব্দুল লতিফ (৩৮), মুজিবনগরের কোমরপুর গ্রামের আমানুল্লাহ বেলু, সদর উপজেলার সুবিধপুর খা পাড়ার মেহেদী হাসান (৩৫), সদর হাসপাতালের শরিফুল ইসলাম (৩০), শারমিন (২৮), বিআরবি ক্যাবল কর্মকর্তা পলাশ আহমেদ (৫২) ।

শনিবার মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা। নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত কেরেছেন। তিনি জানান, ফলাফল এসেছে ১৬টি যার মধ্যে ১৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে (সদরের চার জন, গাংনর ৮ জন এবং মুজিবনগরের ১ জন। এদিকে উপসর্গ পাওয়ায় নতুন করে নমুনা পাঠানো হয়েছে ৪৪ টি ।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত ২৭৯৮ টি নমুনা পাঠানো হয়েছে। ফলাফল এসেছে ২৬২৬ টি। তার মধ্যে পজিটিভ ২৫৭ টি। মারা গেছেন ৮ জন, সুস্থ্ হয়েছেন ১৩৩ জন এবং ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ২১ জনকে। বর্তমানে পজিটিভ রোগী রয়েছেন ৯৬ জন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৪৩ জন, গাংনীতে ৩৮ জন এবং মুজিবনগরে ১৫ জন।

গাংনীতে ভায়ের নির্যাতনে ভিটে ছাড়া বোন

মেহেরপুরের গাংনীতে আপন ভায়ের নির্যাতনে ঘর ছাড়া হয়েছেন বোন। প্রায় এক মাস ধরে বিভিন্ন জনের বাড়িতে থেকে দিন পার করছে ভুক্তভোগী ঐ মহিলা। অসহায় মহিলার ভাই হযরত আলী ঘরবাড়ি ভেঙে দেড় লক্ষাধীক টাকার মালামাল লুটপাট করেছে বলে অভিযোগ করেছে মহিলা। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আযান গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

ভুক্তভোগী ঐ মহিলা জানান, গত ৩০ বছর ধরে আমি ঐ জায়গায় বসবাস করে আসছি। আমার দুই মেয়ে। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমি একাই সেখানে থাকি। কিন্তু আমার অসহায়ত্বে সুযোগ নিয়ে আমার ভাই হযরত ঐ জমি দখল নেওয়ার জন্য আমাকে মেরে ঘর থেকে বের করে দেয়। সেই সাথে ঘরের সব কিছু লুট করে নিয়ে যায়। আমার ভাই হযরত তার ছেলে সেলিম মেয়ে আম্বিয়া ও প্রতিবেশি খবির এর ছেলে ইদু।

গত বৃহস্পতিবার আমার ঘর বাড়ি ভেঙে দেয় এবং আমি যদি এই জায়গায় পা রাখি তবে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। এ বিষয়ে গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করলে সেখান থেকে পুলিশ এসে পরিদর্শন করে গেছে। কিন্তু আশানুরুপ কোন কিছু করেনি।

এ বিষয়ে হযরতের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের সাথে দেখা করতে রাজি হননি।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, এদের দুই ভাই বোনের জমিজমা নিয়ে বিরোধ বেশ কয়েক বছর ধরে। আমি প্রায় মাস পাঁচেক আগে একটি মিমাংসা করে দিয়েছিলাম।

কিন্তু পরে আবার এটা নিয়ে তাদের মধ্যে মারামারি ঘটনা ঘটে। আমি অভিযোগ আমলে নিয়ে মামলা নিয়ে অভিযুক্ত হযরতকে আটক করে কোর্টে চালান দিয়েছিলাম। পরে ঘরবাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাটি আমি খোঁজ নিয়ে দেখবো।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের মাসব্যাপী খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের উদ্যোগে দুস্থ অসহায় ও পথশিশুদের খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। মাঝে মাসব্যাপী খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

কেন্দ্রীয় যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাইনুল হোসেন খান নিখিল নির্দেশনায় শনিবার দুপুরে পৌর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে শহরের দুস্থ অসহায়, অটোচালক ও পথশিশুদের মাঝে খাদ্য বিতরন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য সাজেদুর রহমান সাজু, সাবেক ছাত্রনেতা হিলন, সাবেক ছাত্রনেতা সবুজ মিয়া,

জেলা যুবলীগের সদস্য আমানুর রহমান সোহেল, ইউনুস আলী, শেখ শারাফাত, সাইফুল ইসলাম উজ্জল, মেজবাহউদ্দিন,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সদর থানা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক ফয়সাল হোসেনসহ জেলা যুবলীগের নেতাকর্মীরা।

পরে পৌর কমিউনিটি সেন্টারের হলরুমে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছাাও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া করা হয়।

মেপ্র/এমএফআর